**ব্রোঞ্জ**

অলিম্পিকে কুস্তিতে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিলেন আমন শেরওয়াত

১২

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

২৫ শ্রাবণ ১৪৩১
৫.০০ টাকা

*

কলকাতা সংস্করণ

শনিবার | ১০ আগস্ট ২০২৪

**এক্সক্লুসিভ**

দিনটা নাদিমের ছিল। রুপো জেতার পর 'সংবাদ প্রতিদিন'কে নীরজ

১২

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

সর্বনিম্ন ২৮°/৩১° সর্বাধিক

১২ পাতা

# ভোর ছ'টায় গিয়েছিলাম বুদ্ধদেববাবুর বাড়ি : পার্থ

## প্রেসিডেন্সির জেলে ভারাক্রান্ত মনে স্মৃতিচারণ

**অপরাজিতা সেন**

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন মুখ্যমন্ত্রী, তার মধ্যে যে সময়টি পরিবর্তনের আন্দোলনের চালচিত্র, যখন সন্ধিক্ষণ, সেই ২০০৬ থেকে ২০১১, বিধানসভায় তিনি ছিলেন বিরোধী দলনেতা। ২০১১-তে পরিবর্তনের পর তিনি মন্ত্রী, এমনকী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করতে তিনিই গিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে। ঘটনাচক্রে তিনি আজ বিতর্কিত এবং একাধিক অভিযোগে তিরবিদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। জেলসূত্রের খবর, সেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় রীতিমতো বিচলিত বুদ্ধবাবুর মৃত্যুর খবরে। মন বেশ ভারাক্রান্ত। জেলের মধ্যে তাঁর সেল ওয়ার্ডের কিছু সহ-আবাসিক এবং জেল অফিসারদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বারবার বুদ্ধবাবুর স্মৃতিচারণ করছেন।

শুক্রবার প্রেসিডেন্সি জেল সূত্রের খবর, পয়লা বাইশ সেল ওয়ার্ডের হেভিওয়েট বাসিন্দা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ''মানুষটা ছিলেন সৎ এবং ভদ্রলোক। মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমাকে উৎসাহ দিতেন। পরিষদীয় রীতিনীতির জন্য ওঁর সঙ্গে আমার কথাও হত। কখনও

বিরোধী বলে দূরে ঠেলে দেওয়ার মানসিকতা দেখাননি। উনি অসুস্থ ছিলেন জানতাম। কিন্তু এবার মৃত্যুর খবরে খুব খারাপ লাগছে।'' পার্থবাবু তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে নানা ঘটনার কথা আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ''বুদ্ধদেববাবু মানুষটা আবেগ আর জেদ মিলিয়ে-মিশিয়ে। যেটা করতে যেতেন, সেটার ঠিক-ভুল খতিয়ে না দেখে পুরোপুরি এগিয়ে যেতেন। ওঁর পার্টির আর বামফ্রন্টের অনেকেরই সমর্থন পেতেন না। ওঁর সঙ্গে যখন কথা বলতাম, তখন ওঁর এই সমস্যাগুলো বোঝা যেত।'' তিনি আরও বলেছেন, ''জমি আন্দোলনের সময় বারবার ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এভাবে জোর করে কৃষিজমি নিলে তো সমস্যা হবেই। আমাদের দলনেত্রী যে সব বিকল্প ফর্মুলা দিতেন, ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু ওঁর জেদ। পরের ভুলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাচ্ছিল, তবুও তার থেকে পিছু হটবেন না। অথচ মানুষটা পুরোপুরি ভদ্রলোক, সংস্কৃতিমনস্ক।'' পার্থবাবুর স্মৃতিচারণে এসেছে, ''উনি একবার মহা অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। অনেক সময় অনেক কিছু আলোচনা করতে হয় সরকার এবং বিরোধীপক্ষের। সবটা সব সময় খবরের জন্য নয়। জট খুলতে গেলে কথা দরকার। বুদ্ধবাবু একবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল।''

বুদ্ধবাবু মারা যাওয়ার পরে তো বটেই, কিছুকাল আগেও যখন বুদ্ধবাবু হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখনও পার্থবাবুর মুখে বারবার আসত তাঁর কথা। আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী দেখা করতে গিয়েছিলেন পার্থবাবুর সঙ্গে, জেলে। তখনও পার্থবাবুর মুখে শুনে এসেছেন বুদ্ধবাবু সম্পর্কে নানা কথা, নানা গল্প। পার্থ বলেছিলেন, ''রাজনৈতিকভাবে ওঁর বিরোধিতা করি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলতে তো খুবই ভালো লাগে।

পাঁচের পাতায়

**এক ঝলক**

আগামিকাল রবিবার, **'সংবাদ প্রতিদিন'**-এ

### বুদ্ধর কর্নিয়ায় আলোকিত দুই

**■ কলকাতা : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কর্নিয়ায় আলোকিত হলেন দুই ব্যক্তি। শুক্রবার কলকাতার রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে দু'জনের চোখে বুদ্ধবাবুর দেহ থেকে সংরক্ষিত কর্নিয়া দুটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই দুই ব্যক্তি চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেহদান ছাড়াও তাঁর দুটি চোখই দান করে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর পরই কর্নিয়া দুটি সংগ্রহ করা হয়।**

### ১৭ মাস বাদে মুক্ত সিসোদিয়া

**■ নয়াদিল্লি : ১৭ মাস বাদে জেল থেকে মুক্ত হলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। দিল্লির আবগারি মামলায় শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়। বিকেলে মণীশ তিহার জেল থেকে মুক্তি পান। মণীশকে স্বাগত জানাতে জেলের সামনে ভিড় করেছিলেন আপ সমর্থকরা। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী তিহার থেকে মুক্ত হলেও মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আবগারি দুর্নীতি মামলায় এখনও জেলে।**

## ধর্ষণও কিনা তদন্ত করছে 'সিট'

# আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে কি খুন?

**স্টাফ রিপোর্টার :** সেমিনার হলে নীল রঙের ম্যাট্রেসের উপর 'ঘুমোচ্ছিলেন' মহিলা চিকিৎসক। তাঁর মাথার কাছে ছিল ল্যাপটপ ও মোবাইল। সতীর্থ এক চিকিৎসক ডাকতে এসে তাঁর মাথায় হাত রেখেই চমকে ওঠেন। শরীরে যে একেবারেই উত্তাপ নেই। ম্যাট্রেসে রক্তের দাগ। তরুণী চিকিৎসকের পোশাক ছিল অবিন্যস্ত। দেহের নিচের অংশে পোশাক ছিল না। এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে তিনি বেরিয়ে আসেন হলের বাইরে। অন্য চিকিৎসকরাও ছুটে আসেন। আসে টালা থানার পুলিশও। রাতেই টালা থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করেছে। খুনের আগে চিকিৎসককে ধর্ষণ করা হয়েছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখছে লালবাজারের গঠিত 'সিট'। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আরও ধারা যুক্ত হতে পারে।

উত্তর কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের ভিতরই মহিলা চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় শুক্রবার। চেস্ট বিভাগের ওই চিকিৎসক স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীও ছিলেন। হাসপাতালে নাইট ডিউটি ছিল তাঁর। ওই মহিলা চিকিৎসকের পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালের সহ চিকিৎসকরা অভিযোগ তোলেন, ওই মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা পুলিশকে জানান, বৃহস্পতিবার ভোর তিনটে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে শ্বাসরোধ করে চিকিৎসককে খুন করা হয়। এত জোরে গলায় চাপ দেওয়া হয় যে, গলার হাড়ও ভেঙে যায়। খুনের আগে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়, এমন ইঙ্গিতও চিকিৎসকরা দিয়েছেন। দু'চোখ ও মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। বাঁ গোড়ালি, পেট, গলা, ডান হাত, ঠোঁট, মুখে ১০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যে ম্যাট্রেসের উপর তাঁকে শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখানে চুলের চিহ্ন মিলেছে। যৌনাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন। ওই অংশ থেকে ক্রমাগত রক্তপাত হয়েছে। শরীরের ওই অংশের পাশে পড়ে রয়েছে চুলের ক্লিপ। ম্যাট্রেসের পাশে পড়ে তরুণীর ভাঙা চশমা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানান, তরুণীর ঠোঁট, মুখ, গালে আঘাতের চিহ্ন আছে। চাদরে রক্তের চিহ্নও মিলেছে। পুলিশের ধারণা, এই ঘটনার পিছনে থাকা অভিযুক্ত তরুণীর অত্যন্ত পরিচিত। রাতেই লালবাজার তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' গঠন করে। চেস্ট-সহ তিনতলার বিভিন্ন বিভাগে রাত আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকা প্রত্যেক চিকিৎসক ও নার্সকে জেরা করা হচ্ছে। এমনকী, কোনও নিরাপত্তারক্ষী, ওয়ার্ড বয়, সাফাইকর্মী ও হাসপাতালের অন্য কোনও কর্মী রাত দু'টো থেকে সকালের মধ্যে সেমিনার রুমের কাছে এসেছিলেন কি না, পুলিশ তার তদন্ত চালাচ্ছে। ধর্ষণ হয়ে থাকলে, সেটা গণধর্ষণ ছিল কিনা তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

কীভাবে সরকারি হাসপাতালের চারতলায় এই ঘটনাটি ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুক্রবার দুপুর থেকে উত্তাল হয় আর জি কর হাসপাতাল ও চিকিৎসক মহল। খবর পেয়ে উত্তর শহরতলির সোদপুর থেকে হাসপাতালে ছুটে আসেন তরুণী চিকিৎসকের মা ও বাবা।

পাঁচের পাতায়

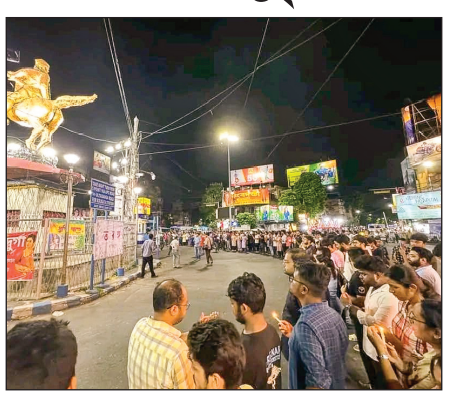

■ আর জি করের ঘটনায় চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের মোমের আলোয় প্রতিবাদ অবরোধ। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। শুক্রবার রাতে। —প্রতিদিন চিত্র

**■ মৃতার বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা মুখ্যমন্ত্রীর।**

**■ সর্বশক্তিতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। গঠিত হয়েছে 'সিট'। টালা থানায় রুজু হয়েছে একটি খুনের মামলা। ধর্ষণও হয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত চলছে।**

**■ ঘটনাস্থলে গিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব, নগরপাল। তীব্র ক্ষোভ হাসপাতালজুড়ে।**

**■ নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।**

# সিপিএমের জটিলতায় গানস্যালুট ছাড়া শেষে দেহদান

**স্টাফ রিপোর্টার:** পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পরই প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান জানানোর কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সংকীর্ণ রাজনীতি করতে গিয়ে প্রয়াতের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকে ভুল বুঝিয়ে ও চাপ দিয়ে গান স্যালুট দিতে দিল না সিপিএম। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই কলকাতা পুলিশের তরফে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। অবশ্য প্রয়াত নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্মান জানানোর প্রস্তাব নিয়েই শুক্রবার সিপিএমের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান আলিমুদ্দিনের নেতারা। মহম্মদ সেলিমের ঘনিষ্ঠ নেতারা প্রকাশ্যেই গান স্যালুট দেওয়ার বিরোধিতা যেমন করেছেন তেমনই বুদ্ধজায়া মীরাকে চাপ দিয়েছেন। কার্যত বলতে বাধ্য করেছেন, গান স্যালুট না হলেই ভালো হয়। অন্যদিকে প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ীর মতো অনেক নেতাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মেনে প্রয়াত নেতাকে গান স্যালুট দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু যেহেতু মহম্মদ সেলিম এখন রাজ্য সম্পাদক তাই তাঁর চাপের জন্যই শেষপর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে গান স্যালুট দিয়ে সম্মান জানাতে পারল না রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে লাল পতাকায় এলাকা মুড়ে দিয়ে রেড রোডে জ্যোতিবাবুর মরদেহ জাতীয় পতাকায় ঢেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুট দেওয়া হয়েছিল।

পাঁচের পাতায়

■ বিধানসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীর। শুক্রবার। —প্রতিদিন চিত্র

■ এনআরএসে দেহদানের জন্য আনা হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মরদেহ। শুক্রবার। —শুভাশিস রায়

# ইউনূসকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

**কিংশুক প্রামাণিক**
ঝাড়গ্রাম

বাংলাদেশের নতুন 'প্রশাসক'দের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে মুহাম্মদ ইউনূসের মতো ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করায় সেদেশের সংকট দ্রুত কেটে যাবে এবং দুই বাংলার সম্পর্ক আরও উন্নত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি এও বলেছেন, ''প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব।'' পশ্চিমবঙ্গে সবাই মিলে 'একসঙ্গে থাকা ও একসঙ্গে চলা'র কথাও বলেছেন তিনি।

শুক্রবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঝাড়গ্রামে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে এক বার্তায় তিনি বলেন, ''অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস-সহ বাংলাদেশে যাঁরা কার্যভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা। বাংলাদেশের উন্নতি, শান্তি, প্রগতি ও সর্বস্তরের মানুষের আরও ভালো হোক— এই কামনা করি। তাঁদের ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা— সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। আশা করি, বাংলাদেশে শান্তি ফিরবে। শান্তি ফিরুক তোমার আমার এই ভালোবাসার ভুবনে।''

■ ঝাড়গ্রামে আদিবাসীদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

বস্তুত, বাংলাদেশের বিষয়টি যেহেতু দেশে পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সেইজন্য ভারত সরকার যে নীতি নেবে সেই পথেই তিনি চলবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন প্রশাসকরা শপথ নিতেই ভারত সরকার তাকে স্বাগত জানায়। এরপরই মমতাও প্রতিক্রিয়া দিলেন। একদিকে দিল্লি যখন ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিয়েছে, তখন মমতার গলায় শোনা গেল দুই বাংলার মিলনের সুর।

এদিন আদিবাসীদের সভায় আবার বাংলার চিরন্তন সম্প্রীতির ঐতিহ্যের কথাই তুলে ধরেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে সব মানুষের জন্য আমাদের উন্নয়ন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গেই থাকব। একসঙ্গেই চলব। আমি বারবার বলেছি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। সেই চিরন্তন ঐতিহ্য আমরা মেনে চলি। আগামিদিনেও চলব।''

পাঁচের পাতায়